দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ .... পৃষ্ঠা ..... কলাম ......

মুদি দোকানের জন্যও লাইসেন্স লাগে কিন্তু কেজি স্কুলের তাও লাগে না -শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ॥ লালফিতার দৌরাত্ম্য বন্ধ হোক -শিক্ষা উপমন্ত্রী

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেকার তৈরীর কারখানা করা হয়েছে

শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম. ওসমান ফারুক শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ কায়েমের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যক্রমকে আমরা এমনভাবে ঢেলে সাজাতে চাই যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও নৈতিকতাবোধ বিকশিত হয়। যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী দলীয় ও সংকীর্ণ রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে উদার ও বড় মন নিয়ে কর্মজগতে প্রবেশ করতে পারে। তিনি বিস্ময়ের সাথে বলেন, ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিপুল পরিমাণ বাংলাদেশী ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করছে। বেসরকারী হিসাবমতে এ সংখ্যা ৪০ হাজারেরও বেশী। শিক্ষার জন্য সুদূর চীন যাওয়াকেও হাদীস শরীফে উৎসাহিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। সীমান্তের ওপারে উন্নত শিক্ষা দেয়া সম্ভব হলে আমাদের এখানে কেন সম্ভব হবে না। অথচ আমাদের দেশে তো একসময় শিক্ষার মান পাশের দেশের চেয়েও উন্নত ছিল। শিক্ষার জন্য আমাদের ছেলে-মেয়েদের সীমান্তের ওপারে যাওয়াটা খুবই লজ্জার বিষয়। তিনি বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেকার তৈরীর কারখানা করা হয়েছে। এই অবস্থার অবসান ঘটানো উচিত।

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল বুধবার দুপুরে

৭-এর পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বেকার তৈরীর কারখানা করা হয়েছে

৮-এর পৃষ্ঠার পর

শিক্ষাভবন চত্বরে তাকে এবং শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ, ন, ম, এহছানুল হক মিলন ও শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুকে দেয়া এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব এহছানুল হক মিলন বলেন, আসুন

সবাই মিলে দেশটাকে আগে গড়ে তুলি। তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের দৃঢ়সংকল্প ব্যক্ত করে বলেন, শিক্ষা প্রশাসনে বিদ্যমান দুর্নীতি বন্ধ এবং শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসনির্ভর রাজনীতির অবসান ঘটাতে হবে। শিক্ষা উপমন্ত্রী জনাব আবদুস সালাম পিন্টু লালফিতার দৌরাত্ম্যের অবসান ঘটানোর জোর তাগিদ দিয়ে বলেন, ফাইল চেপে রেখে অনৈতিক পন্থায় অর্থ আদায়ের নির্দয় কৌশল বড়ই পীড়াদায়ক।

বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ শিক্ষা ভবন আঞ্চলিক শাখা আয়োজিত এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক ডঃ এ টি এম শরীফ উল্লাহ এবং সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের মহাসচিব মোঃ সালেউদ্দিন সেলিম বক্তব্য রাখেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আঞ্চলিক শাখার সভাপতি ফজলুর রহমান ভুঁইয়া। কর্মচারীদের নেতা আবদুল কাদের ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন। আঞ্চলিক শাখার সাধারণ সম্পাদক এস এম নূরুল আলম সবাইকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীকে বিপুলভাবে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন দাবীর ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে শিক্ষামন্ত্রী ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া পূরণ করার আশ্বাস দেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অধিদফতরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষামন্ত্রী জনাব ওসমান ফারুক বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু দলীয় রাজনীতি দিয়ে শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করা চলবে না। বিশেষ করে নোংরা রাজনীতি কোন সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তিনি নকল প্রতিরোধের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, নকলের জন্য শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রীকে দায়ী করলে হবে না, একজন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করতে না পারলেই সে নকলের আশ্রয় নেয়। তিনি শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করার ওপর জোর দিয়ে বলেন, জ্ঞান ও দক্ষতা স্থবির কোন বিষয় নয়। তিনি শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধায়নিক ব্যবস্থার ওপরও জোর দেন।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জনাব এহছানুল হক মিলন বলেন, লাগামহীনভাবে একটা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হতে পারে না। একটি নীতিমালার ভিত্তিতেই শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হতে হবে। একটি মুদি দোকানের জন্যও ট্রেড লাইসেন্স লাগে, কিন্তু কিন্ডারগার্টেন স্কুলের নাকি রেজিস্ট্রেশনও লাগে না। এনজিওগুলো তাদের ইচ্ছামতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য তাদের ধন্যবাদ, কিন্তু জাতীয় শিক্ষাক্রমকে উপেক্ষা করে কাউকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুযোগ দেয়া যাবে না। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি কতটা সুফল বয়ে আনছে তাও সুধীসমাজ ভাবতে শুরু করেছেন। তিনি বছরের শুরুতে যাতে শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেয়া যায়, সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা চান।

ডঃ এ টি এম শরীফ উল্লাহ বলেন, শিক্ষাঙ্গনে যে জাতি যত বেশী বিনিয়োগ করে, সে জাতি তত সমৃদ্ধ হয়। বাংলাদেশ অন্য যে কোন খাত অপেক্ষা শিক্ষায় বেশী বিনিয়োগ করেও আশানুরূপ সুফল পায়নি। তিনি আধুনিক শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলেন, পেশাগতভাবে কিছু দক্ষ লোক তৈরী করা হলেও ভাল মানুষের সংখ্যা খুব একটা বাড়ানো সম্ভব হয়নি।